দৈনিক সংবাদ

MAY 24 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা 4 ... কলাম ... 4 ...

মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী প্রসঙ্গে

এবার এইচএসসি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বর্তমান সরকার নকল বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছেন। নকল একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করছে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

নকল বন্ধ করতে বর্তমান সরকার এতটাই তৎপর যে, শ্যামগঞ্জ হাফেজ জিয়াউর রহমান কলেজ যা মফস্বল এলাকায় অবস্থিত। ইংরেজি প্রথমপত্র পরীক্ষার দিন মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আকস্মিকভাবে কেন্দ্রে প্রবেশ করে বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন করতে গিয়ে সন্দেহভাজন এক ছাত্রের দেহ তল্লাশি করে বিশেষ কায়দায় রাখা নকল উদ্ধার করেন। পরে ঐ ছাত্রের গলায় নকল ঝুলিয়ে ভিডিও করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ছেলেটিকে পুলিশি হেফাজতে দেন। পুলিশ ছেলেটিকে এমনভাবে বাঁধে যে, আমার ধারণা ফাঁসির আসামিকেও এমনভাবে বাঁধা হয় না। পরে পুলিশ ছেলেটিকে নিয়ে যায়। এরই মাঝে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এমন একটি কাজ করলেন, ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন তোর বাবার নাম কি? স্বভাবতই ভয়ে কিংবা লজ্জায় ছেলেটি তার বাবার নাম বলেনি। তখন প্রতিমন্ত্রী বললেন, তোর বাপ চোর। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর এ ধরনের উক্তি কতটা যুক্তিযুক্ত কিংবা একজন অভিভাবক সম্পর্কে না জেনে মন্তব্য করা কি আদৌ ঠিক? পরে মন্ত্রী পূর্বধলা যাওয়ার পথে তার গাড়ির বহর থেকে একটি গাড়ি রিকশাকে ধাক্কা দেয়। রিকশার যাত্রী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এতদ্‌সত্ত্বেও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে ঐ যাত্রীকে দেখার প্রয়োজনবোধ করলেন না। ঐ যাত্রী এখন হাসপাতালে। আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নকল বন্ধ করতে এতটাই উদগ্রীব যে, মানুষের জীবনের নিরাপত্তার কথাও উনি ভাবেননি। সত্যি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী নকল বন্ধের তৎপরতা প্রশংসার দাবিদার।

সুমন পণ্ডিত
পণ্ডিত মেডিক্যাল হল
শ্যামগঞ্জ, ময়মনসিংহ।